বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

তামাকের শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা

গোলাম মোস্তাকীম*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্পূর্ণ সম্পন্ন করতে হলে কৃষিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তামাক বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসলের অন্যতম। দেশে এবং বিদেশে এর চাহিদা প্রচুর। ভালভাবে তামাক উৎপাদন করে এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের দেশের গরীব চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন করা যেতে পারে। এ প্রতিবেদনের লক্ষ্য হল কৈপাল গ্রামের তামাক উৎপাদনের সুবিধা এবং বিশেষ করে বিপণন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান শোষণ প্রক্রিয়া তুলে ধরা এবং এই সমস্যার সমাধানকল্পে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ প্রতিবেদন কোটা কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গ্রামীণ সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য কোটা প্রশিক্ষণার্থীকে চার সপ্তাহ গ্রামে থেকে গ্রামের কোন একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা ও আলাপ-আলোচনা করতে হয়েছে এবং পরিশেষে সমস্যার সমাধানের জন্য সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

২। পদ্ধতি

গ্রামীণ জীবনকে জানার জন্য কোটা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪০টি প্রশ্নমালা সরবরাহ করেন। কোটা প্রদত্ত প্রশ্নমালা এবং প্রতিবেদনের জন্য তৈরী সম্পূরক প্রশ্নমালা-১ এর ভিত্তিতে কৈপাল গ্রামের ৪০টি পরিবার প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মূলতঃ এই সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদনের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। দৈবচয়ন বা র‍্যানডম স্যামপ্লিংয়ের দ্বারা এই ৪০টি পরিবারকে বেছে নেয়া হয়। এ ছাড়া তামাকের বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে থানা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী, তামাক ব্যবসায়ী, স্থানীয় বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক এবং তামাক চাষের সঙ্গে জড়িত অনেকের সঙ্গে সাধারণভাবে এবং ঘরোয়াভাবে এবং ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ আলোচনা করা হয়। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলাপ করা হয়। উপরন্ত তামাকের মূল্য সম্পর্কে কৃষকদের মতামতকে যাচাই করার জন্য প্রতিবেদক স্বয়ং দৌলতপুর থানার আল্লাহর দরগায় অবস্থিত বাংলাদেশ টোব্যাকো কোঃ লিঃ এর তামাক ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে বিটিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তামাকের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিরীক্ষা করেন।

---

*পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

তামাকের বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে বিটিসি এবং তামাক উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করা হয়েছে।

৩। সীমাবদ্ধতা

এ প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য যতটা খোঁজ-খবর করা উচিত ছিল প্রতিকুল আবহাওয়া এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য প্রতিবেদকের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। মূলতঃ তামাক চাষীদের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন রচনা করা হয়েছে।

৪। গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৪.১ কৈপাল কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত মথুরাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এ গ্রাম মানচিত্রে মাইজদিয়া নামে উল্লিখিত আছে। থানা কেন্দ্র থেকে এ গ্রামের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। কৈপাল গ্রামের পূর্বে শালিমপুর, উত্তরে চাঁইপা । এখানে শুধুমাত্র দুটি মসজিদ এবং দুটি কৃষক সমবায় সমিতি আছে । কৃষক সমবায় সমিতির নেতৃত্বে আছে ধনী চাষী। গ্রামে কোন পুকুর নেই। একটি কৃষক সমিতির ব্যবস্থাধীনে দুটি পাওয়ার পাম্প চালু আছে। তবে তাতে গ্রামের সাধারণ চাষীর কোন উপকার হয় না। কারণ ঐ পাওয়ার পাম্প দুটিতে এই গ্রামের বিশেষ একজন লোকের জমিতেই বেশী সেচের কাজ হয়। গ্রামে গণশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। শুরুতে দুই/একদিন লেখাপড়া হয়েছিল। এখন কোন কাজ হচ্ছে না। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ গ্রামের সাধারণ লোকজন বেশ সচেতন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী এ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মাসে একবার এ গ্রামে এসে দুই একদিন থাকেন। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ লোকই এ ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। সারের অফিস এবং হাসপাতাল সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা খুবই বিরুপ। কোন রকম কৃষি সংক্রান্ত উপকরণ চাষীরা ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারেন না। ৪০টি পরিবারের প্রধানদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বলা যায় যে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গ্রামীবাসী বেশ সচেতন। নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মনোভাব বেশ উদার। গরীব চাষী ভূমি সংস্কারের পক্ষে কিন্তু ধনী চাষী এর খুবই বিরোধী। গ্রাম সরকার সম্পর্কে অধিকাংশ গ্রামবাসীর তেমন কোন উৎসাহ নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কৈপাল গ্রাম সরকার প্রধান একজন বেশ ধনী এবং প্রভাবশালী চাষী। তিনি তামাক ব্যবসাও করেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ চাষীই তার নির্বাচনে সন্তুষ্ট নন। অনেকেই তাঁর কাছে ঝগড়া-বিবাদের বিচারের আশায় গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। গ্রাম প্রধানের বক্তব্য নিজের দলের লোকের বিরুদ্ধে তিনি কোন বিচার করতে পারবেন না। গ্রামের প্রায় শতকরা ৮০ জনই ক্ষুদ্র চাষী এবং দিনমজুর। অন্যান্য ফসলের মধ্যে তামাক এ গ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। কিন্তু কৃষকরা তামাকের জন্য অনেক

পরিশ্রম করেও এর ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। এ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের অনেক অভিযোগ-অনুযোগ প্রতিবেদককে শুনতে হয়েছে। চাষীরা বিশেষ করে তামাক চাষীরা হতাশার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন।

৪.২ কৈপাল গ্রামে বহুবিবাহ প্রচলিত। অনেকেই একাধিক বিবাহ করে থাকেন। বিবাহ বিচ্ছেদের হারও বেশ আশঙ্কাজনক। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে গ্রামবাসীরা যৌতুককেই অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে করেন। প্রায়ই দেখা যায় যে, পূর্বে প্রতিশ্রুত যৌতুক না পেয়ে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে সন্তানসহ তার পিতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে সামাজিক অনাচারের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক অবিচারের কোন প্রতিকার নেই বললেই চলে।

৪.৩ চোরাচালান শব্দটা এখানে বেশ প্রচলিত। কৈপাল গ্রাম থেকে সীমান্ত মাত্র ৮ মাইল। গ্রামবাসীদের ধারণা চোরাচালানের সঙ্গে অনেক প্রভাবশালী লোক জড়িত। তাদের অনেককেই গ্রামবাসীরা চেনেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের বক্তব্য টাকা দিয়ে সব লোককে কেনা যায়।

৪.৪ নিম্নে ৪টি সারণীর মাধ্যমে কৈপাল গ্রামের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারের আয়তন, জমির মালিকানা, পরিবার প্রধানের পেশা এবং শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণী - ১
পরিবারের আয়তন

সদস্য সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	%
১ - ৩	৫	১২.৫%
৪ - ৬	১৬	৪০%
৭ - ৯	১১	২৭.৫%
১০ - ১২	৬	১৫%
১৩ - ১৫	২	৫%
মোট	৪০	১০০%

সারণী - ২
জমির মালিকানা

জমির পরিমাণ (একর)	পরিবারের সংখ্যা	%
০ - ০	১৬	৪০%
.০১ - .৪৯	৩	৭.৫%
.৫ - .৯৯	৫	১২.৫%
১.০ - ১.৯৯	৪	১০%
২.০ - ২.৯৯	২	৫%
৩.০ - ৩.৯৯	৪	১০%
৪.০ - ৪.৯৯	২	৫%
৫.০ - ৫.৯৯	-	-
৬.০ - ৬.৯৯	-	-
৭.০ - ৭.৯৯	২	৫%
৮.০ - ৮.৯৯	১	২.৫%
৯.০ - এবং উর্ধ্বে	১	২.৫%
মোট	৪০	১০০%

সারণী - ৩
পেশার ভিত্তিতে পরিবার প্রধান

পেশা	পরিবার প্রধানের সংখ্যা	%
কৃষক	১৮	৪৫%
দিনমজুর	১৬	৪০%
রিক্সাচালক ও ভ্যানগাড়ী চালক	২	৫%
রাজমিস্ত্রি	২	৫%
ব্যবসায়ী	১	২.৫
শিক্ষকতা	১	২.৫%
মোট	৪০	১০০%

সারণী - ৪
পরিবার প্রধানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবার প্রধানদের সংখ্যা	%
নিরক্ষর	৩২	৮০%
১ম - ৫ম	৩	৭.৫%
৬ষ্ঠ - ১০ম	২	৫%
এস.এস.সি - এইচ.এস.সি	২	৫%
এইচ.এস.সি - এম.এ	১	২.৫%
মোট	৪০	১০০%

৪.৫ উদ্বৃত ৪টি সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪০টি পরিবার প্রধানের মধ্যে ৮০% ভাগ নিরক্ষর। ১নং সারণী থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ৪ - ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। তাদের সংখ্যা ৪০%। তারপর ৭ - ৯ জন নিয়ে গঠিত পরিবারের সংখ্যা। তাদের সংখ্যা শতকরা ২৭.৫ ভাগ। ১ - ৩ জন নিয়ে গঠিত পরিবারের সংখ্যা শতকরা ১২.৫ ভাগ। ২নং সারণী থেকে দেখা যায় যে কৈপালে ৪০ জন পরিবার প্রধানের মধ্যে ১৬ জনের চাষযোগ্য কোন জমি নাই। অর্থাৎ তারা ভূমিহীন। এর থেকেই দেখা যায় যে, দারিদ্র সেখানে কতটা প্রকট। সারণী থেকে আরও দেখা যায় যে কৈপালের ৪০টি পরিবার প্রধানের মধ্যে ৩০ জনের জমির পরিমাণ ৩ একরের উপরে নয়। ৩নং সারণী থেকে দেখা যায় যে কৃষক এবং দিনমজুরের সংখ্যা শতকরা ৮৫ জন। এবং এদের অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নিম্নে অবস্থান করে। ৪নং সারণী থেকে কৈপাল গ্রামের শিক্ষা সম্পর্কে একটা সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। পরিবার প্রধানদের মধ্যে শতকরা ৮০ভাগই নিরক্ষর। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাদের যথেষ্ঠ উৎসাহ রয়েছে। গণশিক্ষার ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। গণশিক্ষার জন্য কৈপালে কার্যতঃ কোন ব্যবস্থা নেই।

৫। তামাক চাষের ইতিহাস

১৯৬৭ সালের পূর্বে কৈপাল গ্রামে কোন তামাক চাষ হতো না। বাংলাদেশ টোব্যাকো কোং এখানে তামাক চাষ প্রচলনের জন্য কৃষকদের নানাভাবে উৎসাহিত করে। কোম্পানী কৃষকদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে। কৃষকরা আস্তে আস্তে তামাক চাষ শুরু করেন। বিটিসি চাষীদের মধ্যে কার্ডের

ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু অর্থের লোভে যে সকল চাষীর কার্ড নেই তারাও তামাক চাষ করেন। ফলে তামাকের বাজারে চাষীরা কোম্পানীর কাছে তামাকের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। এখন কৈপাল গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই তামাক চাষ করেন। প্রতি বছরই তারা মনে করেন যে, তামাকের ন্যায্য মূল্য পাবেন। কিন্তু পান না। এতে মনে হয় কৈপালের কৃষকরা 'মানি ইলুশনে' ভুগছেন। মাত্র ১৯৭৪-৭৫ সালে দৌলতপুর তথা কৈপালের চাষীরা তামাকের ন্যায্য মূল্য পেয়েছিলেন।

৬। তামাক উৎপাদন

৬.১ তামাকের চাষ ব্যয়বহুল এবং এতে প্রচুর শ্রম ও যত্নের দরকার হয়। কার্তিক অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন - চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রায় ৪/৫ মাস তামাক চাষের জন্য ব্যয় করা হয়। এ ফসল চাষের জন্য অনবরত যত্নের প্রয়োজন হয় এবং একটু অযত্ন হলে কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে তামাকের মান কিংবা মাঠের সকল ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৬.২ নীচে ৫নং সারণীর মাধ্যমে কৈপাল গ্রামের চাষীদের তামাকের জন্য ব্যবহৃত আবাদী জমির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণী - ৫

কৈপাল গ্রামে তামাক চাষে ব্যবহৃত আবাদী জমি

মোট আবাদী জমির পরিমাণ (একরে)	তামাক চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি (একর)	%
৯৩	২৯.৮৩	৩২%

২০জন চাষীর মোট জমি থেকে সারণী করা হয়েছে।

৬.৩ কৈপাল গ্রামে ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ হয়। এক বিঘা জমিতে তামাকের উৎপাদন খরচ ৬নং সারণীতে দেখানো হলোঃ

সারণী - ৬

এক বিঘা জমিতে মোট উৎপাদন খরচ

ক্রমিক নং	উৎপাদন প্রক্রিয়া	খরচ (টাকা)	মন্তব্য
১।	জমি চাষ করা	৩৩.০০	-
২।	সার প্রয়োগ	২৬৪.০০	-
৩।	চারা রোপণ	৪২.০০	-
৪।	পানি সেচ	৮২.০০	কয়েক বার পানি সেচ দিতে হয়
৫।	নিড়ানী	৩৫.০০	--
৬।	কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে দেওয়া	৩১.০০	-
৭।	ফসল ঘরে তোলা	১৩২.০০	-
৮।	গ্রেডিং করা	২০.০০	-
৯।	পাতা শুকানো	৮৪৫.০০	এখানেই সবচেয়ে বেশী খরচ করা হয়। পাতা শুকানোর মৌসুমে
১০।	বেল বাঁধা (ব্যাগ ও দড়ি)	২৩.০০	জ্বালানী কাঠের দাম মন প্রতি
১১।	বিটিসি ডিপোতে নেওয়া	৯.০০	(২২-২৫) টাকা পর্যন্ত বেড়ে যায়
১২।	বিবিধ	১০.০০	-
	মোট	১৫৬৬.০০	

উপরের সারণীতে কৃষি উপকরণ এবং শ্রমিকের মজুরী একসঙ্গে ধরা হয়েছে। এক বিঘা জমিতে পাঁচ জন কৃষি মজুর কাজ করে। দৈনিক মজুরী ৭.০০ টাকা + এক বেলা খাবার।*

৬.৪ কৈপালে ১ বিঘা জমিতে গড়ে ৩০০ পাউন্ড তামাক উৎপাদিত হয়। প্রতি পাউন্ড গড়ে ৭ টাকা হিসাবে কৃষক বিক্রয় মূল্য পেয়ে থাকেন। উৎপাদন খরচ বাদ দিলে কৃষক এক বিঘায় উৎপাদিত তামাকে মোট ৫৩৪/- টাকা লাভ করেন। (প্রাপ্ত বিক্রয় মূল্য ২১০০ টাকা - উৎপাদন খরচ ১৫৬৬ টাকা= ৫৩৪/- টাকা)।

৭। উৎপাদন সমস্যা

৭.১ কৈপাল গ্রামের তামাক চাষীরা তামাক উৎপাদনে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৬৭ সালে প্রথমে বিটিসির উৎসাহে এবং সহযোগিতায় তামাক চাষের প্রচলন হয়।

---

*উপরোক্ত খরচের তালিকা স্থানীয় জনাব আফাজউদ্দিন আহমেদ সরবরাহ করেছেন। সময় ১৯৮০-৮১।

তখন তামাকের চাহিদা উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। কাজেই তামাক উৎপাদনের জন্য টোব্যাকো কর্তৃপক্ষ কৃষকদিগকে সম্ভাব্য সকল প্রকারের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করতেন। কৃষকদের মধ্যে কোম্পানী সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং কৃষকরা তামাক চাষ করতে শুরু করে। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃষকদের সুযোগ সুবিধার প্রতি কোম্পানীর কোন খেয়াল নেই। নানাভাবে কৃষকরা কোম্পানী দ্বারা শোষিত হচ্ছেন।

৭.২ তামাক উৎপাদনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। অধিকাংশ কৃষকই তা করতে পারেন না। তাদেরকে মহাজন কিংবা ধনী চাষীর কাছ থেকে ঋণ করতে হয়। স্থানীয় কৃষি ব্যাংক থেকে গরীব চাষীরা তেমন কোন আর্থিক সাহায্য পান না।

৭.৩ সরকার কর্তৃক ধার্যমূল্যে কৃষকরা সার কিনতে পারেন না। তাদেরকে কালোবাজার থেকে চড়া দামে সার কিনতে হয়।

৭.৪ কৈপাল গ্রামে তামাক চাষীদের কোন সমবায় সমিতি নেই। যদিও এখানে দুটো কৃষক সমবায় সমিতি আছে কিন্তু কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য তামাকের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

৭.৫ চাষীরা তাদের তামাক বেশীদিন ঘরে রাখতে পারেন না। কারণ এর জন্য তাদের কোন বাড়তি ঘর নেই। দারিদ্র তাদেরকে অনেক পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছে। তাই তামাক বিক্রয়ের মৌসুমে তাঁরা নামমাত্র মূল্যে তামাক বিক্রয় করতে বাধ্য হন।

৮। বিপণন ব্যবস্থা

৮.১ তামাকের বিপণন ব্যবস্থার কথা তুললে প্রথমেই বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানী লিঃ এর কথা বলতে হয়। কৈপাল তথা সমগ্র দৌলতপুরের তামাকের বাজার বিটিসি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে এ নিয়ন্ত্রন সাধারণ ভাবেই শোষণমূলক নিয়ন্ত্রণ। বিটিসির কার্ডধারী তামাক চাষীরা তাদের তামাক বিটিসিকে বিক্রয় করতে মোটামুটি অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রায়ই দেখা যায় বিটিসি যে মূল্য নির্ধারণ করে, তামাক চাষীকে সেই মূল্যেই তামাক বিক্রয় করতে হয়। এ প্রতিবেদক আল্লাহর দরগায় অবস্থিত বিটিসির তামাক ক্রয় কেন্দ্রে নামমাত্র মূল্যে তামাক বিক্রয় হতে দেখেছেন। সেখানে কৃষকদের কিছুই করার নেই। কোন দিকে কার তামাক ক্রয় করা হবে বিটিসি তার জন্য টিপি (ট্রান্সপোর্ট পারমিট) ইস্যু করে থাকে। সকাল এগারটার মধ্যে তামাক ক্রয়কেন্দ্রে হাজির করতে হয়। এর পরে তামাক সাধারণতঃ তামাক ক্রয়কেন্দ্রের ভিতর নেওয়া যায় না। বিটিসির ম্যানেজার সাহেব তাঁর অফিস থেকে ক্রয়কেন্দ্রে আসেন এবং প্রতি বেল তামাকের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। সেখানে কৃষকদের কোন

মতামত গ্রহণ করা হয় না, কৃষকরা কোন প্রতিবাদ করলে তাদের তামাক কেনা হয় না। বিটিসি এটা করতে পারে। কারণ তাদের উৎসাহে কৈপাল তথা দৌলতপুরের চাষীরা চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী তামাক উৎপাদন করে থাকেন। মাঝে মাঝে ক্রয়কেন্দ্রে তামাক চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। গত বছর আল্লাহর দরগায় বিটিসির ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হয়েছিল এবং তিনি দৌলতপুর ছেড়ে কুষ্টিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে গরীব তামাক চাষীদের কোনই লাভ হয়নি। বরং তাদের আরও ক্ষতি হয়েছে। কারণ তাঁদের তামাক তাদের পক্ষে কুষ্টিয়ায় এসে বিক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তামাক ব্যবসায়ীরাই বেশী লাভবান হয়েছিলেন।

৮.২ কৃষকদের প্রতি বিটিসি কর্তৃপক্ষের আচরণ সত্যিই দুঃখজনক। খুব ভোরে তামাক নিয়ে তারা বিটিসি ক্রয় কেন্দ্রে আসেন। সেখানে তাদের কোন বসার জায়গা নেই। এবং কখন যে তাদের তামাক ক্রয় করা হবে সে নিশ্চয়তাও কেউ তাদের দিতে পারে না। বিটিসি নিয়োজিত শ্রমিকদের ব্যবহারও ভাল নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কৃষক নামমাত্র মূল্যে বিটিসিকে তামাক বিক্রি করতে বাধ্য হন। কারণ দিনের শেষে তার পক্ষে সম্ভব হয় না সেই তামাক তাঁর বাড়ীতে ফিরিয়ে নেওয়া।

৮.৩ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য বিটিসি অনুসরন করে বলে মনে হয় না। মূল্য নির্ধারণ সম্পূর্ণ তাদের খেয়াল মাফিক করা হয়। সরকারের নির্দেশ অনুসারে বিটিসির ক্রয়কেন্দ্রে গ্রেড অনুসারে তামাকের নমুনা রাখার কথা। কিন্তু বিটিসি কর্তৃপক্ষ সে রকম কোন তামাকের নমুনা রাখা বিন্দুমাত্র প্রয়োজন মনে করেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে অনেক আবেদন নিবেদন করেও কোন ফলোদয় হয়নি। কোন কৃষক মূল্য নির্ধারণে প্রতিবাদ করলে বিটিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ড বাতিল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এবং কৈপাল গ্রামের কয়েকজন চাষীর কার্ড এই প্রতিবাদ করার কারণেই বাতিল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এটা বিটিসির একটা মারাত্মক হাতিয়ার। বিটিসির ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকলে শুধু একটি কথাই মনে হবে সিগারেট বিক্রি করতে কোন দুর্যোগ পোহাতে হয় না। কিন্তু যারা তামাক উৎপাদন এবং বিক্রি করেন তাদের দুর্ভোগের কোন সীমা নেই।

নিম্নের ৭নং সারণীতে সরকারের নির্ধারিত মূল্য এবং বিটিসি কর্তৃক ক্রয়মূল্যের পার্থক্য দেখানো হলোঃ

সারণী - ৭

ক্রমিক নং	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য 'ক'	বিটিসি কর্তৃক ক্রয় মূল্য 'ক'	শতকরা হিসাবে মূল্য কম প্রাপ্তি	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য 'খ'	বিটিসি কর্তৃক ক্রয়মূল্য 'খ'	শতকরা হিসাবে মূল্য কম প্রাপ্তি	সরকার কর্তৃক ক্রয়মূল্য 'গ'	বিটিসি কর্তৃক ক্রয়মূল্য 'গ'	শতকরা হিসাবে মূল্য কম প্রাপ্তি
১	১৫.০০	৮.৫০	৪৩%	১৩.০০	৬.৫০	৫০%	১১.০০	৪.৫০	৬০%
২	১৫.০০	৭.৫০	৫০%	১৩.০০	৪.৫০	৬৫%	১১.০০	-	-
৩	১৫.০০	৮.০০	৪৬%	১৩.০০	৫.৫০	৫৭%	১১.০০	৫.০০	৬৪%
৪	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
৫	১৫.০০	৮.০০	৪৬%	১৩.০০	৫.০০	৬১%	১১.০০	৪.০০	৬০%
৬	১৫.০০	৫.৫০	৬৩%	১৩.০০	৪.৫০	৬৫%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
৭	১৫.০০	১০.০০	৩৩%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৪.০০	৬৩%
৮	১৫.০০	৭.৫০	৫০%	১৩.০০	৫.৫০	৫৭%	১১.০০	৮.০০	২৭%
৯	১৫.০০	--	--	১৩.০০	৯.৫০	২৬%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
১০	১৫.০০	১০.০০	৩৩%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৫.৫০	৫০%
১১	১৫.০০	৯.০০	৪০%	১৩.০০	৭.০০	৪৬%	১১.০০	--	--
১২	১৫.০০	১২.০০	২০%	১৩.০০	১০.০০	২৩%	১১.০০	৪.৭০	৫৭%
১৩	১৫.০০	৯.০০	৪০%	১৩.০০	-	-	১১.০০	৫.৫০	৫০%
১৪	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৭.০০	৪৬%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
১৫	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
১৬	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	-	-
১৭	১৫.০০	১৩.০০	১৩%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	-	-
১৮	১৫.০০	১৩.০০	১৩%	১৩.০০	-	-	১১.০০	-	-
১৯	১৫.০০	৮.০০	৪৬%	১৩.০০	৭.০০	৪৬%	১১.০০	-	-
২০	১৫.০০	১০.০০	৩৩%	১৩.০০	-	-	১১.০০	-	-

৭নং সারণী থেকে মূল্য নির্ধারণে বিটিসি কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারের একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে। এ সারণী থেকে আরও দেখা যায় যে, পাউন্ড প্রতি ১৫ টাকা মূল্যের তামাকে কৈপালের তামাক উৎপাদনকারীরা শতকরা হিসাবে নির্ধারিত মূল্যের ৩৭ ভাগ কম পান। অনুরুপভাবে পাউন্ড প্রতি ১৩ টাকা মূল্যের তামাকে শতকরা ৪৪ ভাগ এবং পাউন্ড প্রতি ১১ টাকা তামাকে শতকরা ৫০ ভাগ কম পান। এখান থেকে স্পষ্টই বলা যায় যে, বিটিসি শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

এখন দেখা যাক কি কি কারণে এবং কাদের সহায়তায় এ শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা চলছে এবং টিকে আছে।

৯। দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ন ও বিটিসি

৯.১ তামাকের শোষণমুলক বিপণন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পিছনে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। তাদের একই লক্ষ্য কি করে আরও বেশী মুনাফা অর্জন করা যায়। দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে অনেক ধনী চাষী ও

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। বিটিসির উপর তাদের প্রভাব অপরিসীম। এরাই তামাকের ন্যায্যমূল্য পেয়ে থাকেন যদিও এদের অনেকেই তামাকের কোন চাষ করেন না।

৯.২ প্রথমেই বিটিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ডের কথা ধরা যাক। নিয়ম অনুযায়ী যারা তামাক চাষ করবেন এ কার্ড শুধু তাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, সত্যিকার তামাক চাষীর কোন কার্ড নেই। আবার দেখা যায় ধনী চাষী ও মধ্যস্বত্বভোগী অন্যদের কার্ড নানা উপায়ে হস্তগত করেন। তারপর তারা বাইরে থেকে তামাক কিনে প্রতি কার্ডের বরাদ্দকৃত তামাক বিটিসি ক্রয়কেন্দ্রে অধিক মূল্যে বিক্রি করেন। এ প্রতিবেদক নিজে দেখেছেন যে, দুই বেলে একই রকম তামাক রয়েছে। কিন্তু এক বেলের পাউন্ড প্রতি তামাকের মূল্য নির্ধারিত হলো ৯ টাকা অন্য বেলের তামাকের মূল্য হলো ১১ টাকা। কার্ডধারী কোন চাষী কার্ড হারানোর ভয়ে বিটিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে তামাক বিক্রয় করতে বাধ্য থাকেন।

৯.৩ তামাক ক্রয় করার মৌসুমে প্রায়ই দেখা যায় যে, ধনী চাষীরা আগে টিপি (ট্রান্সপোর্ট পারমিট - তামাক বিক্রয় করার ছাড়পত্র) পান এবং গরীব চাষীরা পরে পান। এখানেও গরীব চাষীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

৯.৪ সাধারণতঃ মার্চের শুরুতেই বিটিসি তামাক ক্রয় করতে শুরু করে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, বিটিসি তাদের ক্রয়কেন্দ্রে কাজ একটু বিলম্বে শুরু করেছে। এতে গরীব চাষীরা তাদের তামাক ধনী চাষী ও দালালদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এবং স্বভাবতই তারা ন্যায্য মূল্য পান না। সাধারণ চাষীদের বক্তব্যঃ এ রকম বিলম্ব দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থেই করা হয়।

৯.৫ কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে, দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অনুপ্রেরনায় কিছু লোক তামাকের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন শুরু করে। তখন বিটিসি স্বাভাবিকভাবেই তামাক ক্রয় করা বন্ধ রাখে। ইত্যবসরে অভাবের তাড়নায় গরীব চাষীরা তাদের তামাক নামমাত্র মূল্যে এসব দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য হন। শোনা যায়, এ রকম আন্দোলন বিটিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্তি বুদ্ধি করেই করা হয়।

৯.৬ তবে তামাকে সবচেয়ে বেশী লাভ করেন স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সবাই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিটিসি এই সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। এদের তামাক যত খারাপই হোক না কেন সে তামাকের ভাল দাম দিতে হবেই। বছর দুয়েক আগে আল্লাহর দরগায় এক ম্যানেজার বলেছিলেন, "আমি তামাক দেখে দাম দিব। মুখ দেখে নয়"। স্থানীয় কোন এক

রাজনৈতিক নেতা তাঁকে সবার সামনে অপমান করে বিটিসি ক্রয়কেন্দ্র হতে আক্ষরিক অর্থে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৯.৭ একই তামাক বিটিসির ক্রয়কেন্দ্রে মূল্য ৭ টাকা পাউন্ড। গেটের বাইরে দালাল সে তামাক ৮ টাকা পাউন্ড হিসাবে ক্রয় করে আবার বিটিসির কাছে সেই তামাক ১১ টাকা পাউন্ড দরে বিক্রি করছেন। এ দৃশ্য সবার চোখের সামনেই ঘটছে। কিন্তু মনে হয় সবাই অসহায়, কারও কিছুই করার নেই। এমতাবস্থায় সেই দালালের সঙ্গে বিটিসি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। এ ভাবেই দিনের পর দিন কৈপাল তথা দৌলতপুরের তামাক চাষীরা ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৯.৮ বিটিসি ছাড়া অন্য কোন নির্ভরযোগ্য টোব্যাকো কোম্পানী দৌলতপুরে নেই। দৌলতপুর তামাকের বাজারে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর সাহায্যে বিটিসি একচেটিয়া ব্যবসা করে থাকে। অন্যান্য তামাক কোম্পানীর উপর জনসাধারণের কোন আস্থা নেই। বিটিসির একটা গুণের কথা সবাই বলে সেটা হলো, বিটিসি নির্দিষ্ট সময়ে দাম পরিশোধ করে। এ ব্যাপারে তাদের কোন ত্রুটি নেই।

৯.৯ স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গরীব চাষীরা তেমন কোন সাহায্য পায় না। এ প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যে গরীব চাষীদের কিছুটা সামর্থ্য থাকলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তারা তাদের তামাক ঘরে রাখতে পারতেন। এতে হয়তো বিটিসির সঙ্গে তারা দরকষাকষি করতে পারতেন। কিন্তু সে রকম কোন সাহায্য তারা ব্যাংক থেকে পান না। অথচ কৈপাল গ্রামের এক ধনী চাষী একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে তিন লাখ টাকা ক্যাশ ক্রেডিট পেয়েছেন। এবং এ ঋণ তিনি পেয়েছেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। তখন এখানে ক্রয় শুরু হয়েছে। এই ভদ্রলোকের ধারণা, তামাক চাষে কোন লাভ নেই, ব্যবসায় লাভ।

১০। সাধারণ চাষীর ভাগ্যোন্নয়ন

তামাক চাষ করে কৈপাল গ্রামের কোন চাষীর তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। নিম্নে গত ১২ বৎসরে কৈপাল গ্রামের ২০জন তামাক চাষীর ভূমি মালিকানা পরিবর্তনের ধারা দেখানো হলোঃ

সারণী - ৮

কৈপাল গ্রামের ২০ জন চাষীর গত ১২ বৎসরের ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের ধারা

ক্রমিক নং	জমির পরিমাণ ১৯৬৭ সাল (একর)	জমির পরিমাণ ১৯৭৪ (একর)	জমির পরিমাণ ১৯৮০ (একর)	মন্তব্য
১।	১৩.৩৩	৬.৬৬	৪	জমি হ্রাস পেয়েছে
২।	.৩৩	.৩৩	.৩৩	-
৩।	-	-	১.৬৬	১৯৭৬ সালে পরিবার থেকে পৃথক হন
৪।	-	-	১	ঐ
৫।	-	-	১.৬৬	১৯৭৯ সালে পরিবার থেকে পৃথক হন
৬।	২.৩৩	২.৩৩	২.৩৩	-
৭।	৩.৩৩	৩.৩৩	৪.৩৩	এক একর জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
৮।	১	১	১	-
৯।	৮.৬৬	৮.৬৬	৮.৬৬	-
১০।	২০	২০	২০	-
১১।	৫.৬৬	৬.৬৬	৮.৩৩	প্রায় তিন একর জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
১২।	.১৩	-	.১৩	-
১৩।	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	-
১৪।	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩৩	-
১৫।	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩৩	-
১৬।	২.৩৩	.৬৬	.৬৬	জমি হ্রাস পেয়েছে
১৭।	৩.১৬	৩.১৬	৩.১৬	জমি হ্রাস পেয়েছে
১৮।	৫.৩৩	২.৬৬	২.৬৬	জমি হ্রাস পেয়েছে
১৯।	৮.৩৩	৮.৩৩	৮.৩৩	-
২০।	১	১	.৮৩	জমি হ্রাস পেয়েছে

১১। তামাক উন্নয়ন বোর্ডের ব্যর্থ তদারকী

দৌলতপুর থানায় তামাক উন্নয়ন বোর্ডের এক তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে এ প্রতিবেদকের আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তামাকের শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি সচেতন। কিন্তু তিনি সবিনয়ে জানালেন যে বিটিসি কর্তৃক নির্ধারিত তামাকের মূল্য সম্পর্কে মতামত দেওয়ার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। আলাপে আরও জানা গেল যে তাঁর দ্বারা চাষীর কোন উপকার হচ্ছে না এবং তিনি নিজেও জানেন না

তাঁর প্রকৃত কি কাজ এবং কেন তাঁকে দৌলতপুর রাখা হয়েছে। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, কৈপাল তথা দৌলতপুরে বাংলাদেশ তামাক উন্নয়ন বোর্ডের কোন সক্রিয় তৎপরতা নেই।

১২। তামাক চাষের প্রভাব

১২.১ তামাক উৎপাদনে তামাক শুকানো একটা বেশ বড় সমস্যা। কৈপালে সাধারণতঃ জ্বালানী কাঠ দিয়ে তামাক শোধন করা হয়। অর্থাভাবে অনেক সময় দরিদ্র চাষী তাঁর বাড়ীর ফলের গাছ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এর ফলে কৈপালে গাছের সংখ্যা বেশ হ্রাস পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পরিবেশের উপর এর একটা বিরুপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। বর্তমানে তামাক শোধনের মৌসুমে অন্যান্য জেলা থেকে জ্বালানী কাঠের আমদানী করতে হয়।

১২.২ ব্যাপক তামাক চাষের ফলে কৈপালে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য শস্যের উৎপাদন অনেক কম। পাশ্ববর্তী জেলা থেকে এখানে চাউল আনতে হয়। হঠাৎ করে পরিবহন ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যায়। এর জন্য গ্রামের গরীব জনসাধারণকে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। কোন কারণে তামাক থেকে পরিমিত অর্থ লাভ না হলে তামাক চাষীদের অনাহারে দিন কাটাতে হয়।

১৩। সুপারিশ

কৈপাল গ্রামের তামাক চাষীদের সমস্যা খুবই প্রকট। এটা একই সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে সব আন্দোলনের পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। তামাক চাষীদের এই অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তি সুস্থ সামাজিক এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য একান্ত কাম্য। তামাকের শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) বিটিসির একচেটিয়া ব্যবসা

প্রথমেই বিটিসির একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য অন্যান্য তামাক কোম্পানীগুলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া যেতে পারে। তখন সে সকল কোম্পানী প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়ে বিটিসির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ব্যবসা করতে পারবে।

(খ) বিটিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ড

শুধুমাত্র তামাক উৎপাদনকারীদেরকে বিটিসির কার্ড ইস্যু করতে হবে। যে সমস্ত তামাক ব্যবসায়ীদের নামে কার্ড আছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের

মাধ্যমে তাদের কার্ড বাতিল করতে হবে। তামাক উন্নয়ন বোর্ড এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

(গ) সমবায় সমিতি

তামাক চাষীদের নিয়ে শক্তিশালী সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে। সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে এবং সার ক্রয় ও তামাক শোধনের সময় চাষীদের ঋণ দিতে পারে।

(ঘ) ব্যাংক ঋণ

গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংক ঋণ চাষীদের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ধনী চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে গরীব চাষীরাও যাতে ঋণ পান সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) তামান উন্নয়ন বোর্ড

তামাক উন্নয়ন বোর্ডকে আরও কর্মক্ষম ও শক্তিশালী করতে হবে। বোর্ডের কর্মচারীদের কৃষকের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য যাতে কৃষকরা পান সেদিকে বোর্ডের স্বক্রিয় নজর রাখতে হবে।

(চ) বিটিসির নিরপেক্ষতা

কোন প্রভাবশালী চাষী কিংবা ব্যবসায়ী যাতে বিটিসি ব্যবস্থাপনাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে সরকারের সর্বদা সক্রিয় নজর রাখা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য।

(ছ) চাহিদা ও সরবরাহ

তামাকের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যেন বেশী না হয় সেদিকে তামাক চাষীদের নজর রাখতে হবে। এর জন্য সংঘবদ্ধ প্রচারের প্রয়োজন।

১৪। উপসংহার

তামাকের বিপণন ব্যবস্থার সমস্যা শুধু কৈপাল গ্রামেরই সমস্যা নয়, এটা একটা জাতীয় সমস্যা। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থে এই সমস্যার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে সুপারিশকৃত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদি সময় থাকতে তামাক চাষীদের এই শোষণ বন্ধ করা না হয় তাহলে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অদূর ভষ্যিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

BIBLIOGRAPHY

Akehurst, B.C (1968) Tobacco. Longmans, London.

Chandler, W.U (1986) Banishing tobacco, Paper 68. Worldwatch Institute, Washington DC.

Economist Intelligence Unit, Leaf tobacco-its contribution to the economic and social development of the Third World (1980) Economist Intelligence Unit, London

Harrison, Paul (1970) Inside the Third World. Penguin, Harmondsworth Intrnational Union Against Cancer (1977) Guidelines for smoking control, Geneva.

Muller, Mike (1978) Tobacco and the Third World: tomorrow's epidemic ? War on Want, London.

Ramstrom. Lars M. (ed) (1980) The smoking epidemic. Foruth World Conference on Smoking and Health, Stockholm (1980).

Shepherd E (1975) Prospects for unmanufactured tobacco to 1984. Economist Intelligence Unit, London.

UNCTAD (1978) Marketing and distribution of tobacco. United Nations, Geneva.

WHO (1982) Smoking control strategies in developing countries: Report of the WHO Committee, Technical Report Series NO. 695, Geneva

Wickstrom, Ho (1979) Cigarette marketing in the Third World. Gothenburg University.